উত্তর-লিপি কাব্য।

"কবয়ঃ কালিদাসাদ্যাঃ কবয়ো বয়মপ্যমী
পর্ব্বতে পরমাণৌচ পদার্থত্বং প্রতিষ্ঠিতম্ "

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র অধিকারী।

মূল্য ।৵ আনা মাত্র

উত্তর-লিপি কাব্য।

মহাকবি স্বর্গীয় মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহোদয়ের
বীরাঙ্গনা কাব্যের পরিশিষ্ট।

"কবয়ঃ কালিদাসাদ্যাঃ কবয়ো বয়মপ্যমী
পর্ব্বতে পরমাণৌচ পদার্থত্বং প্রতিষ্ঠিতম্।"

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র অধিকারী প্রণীত।

কলিকাতা
"দি ফাইন আর্ট প্রিন্টিং সিণ্ডিকেট হইতে"
শ্রীজগদ্বন্ধু দাস ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০৮ সাল

উৎসর্গ।

মহামান্য কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি
বঙ্গ-পঙ্কজ-রবি মাননীয়—

শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

ডি, এল্, মহোদয়ের শ্রীচরণে এই কবিতা-
প্রসূন ভক্তি-চন্দনে মিশ্রিত করিয়া
অঞ্জলিপ্রদান করিলাম।

সাং অগ্রদ্বীপ
জেলা বর্দ্ধমান।

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র অধিকারী,
(দাস গুপ্ত।)

উত্তর লিপি।

কবিবর ৺মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহোদয়ের
বীরাঙ্গনা কাব্যের—

পরিশিষ্ট।

শকুন্তলার প্রতি দুষ্যন্ত।

পতিত পাবনী গঙ্গা ব্রহ্মলোক ত্যজি
জনমিলা ভবে কভু পঙ্কিল নির্ঝরে
হে ঋষিতনয়ে যথা অসম্ভব, তাহা
তেমতি মহর্ষি কুলে লভিয়া জনম
লো সুন্দরি, দানিয়াছ নারী ধর্ম্ম তুমি,
অভাগিনী ডুবিয়াছ নরক অর্ণবে
কি হেতু আমারে বৃথা লিখেছ পত্রিকা?
চঞ্চলা রমণী জাতি জানি চিরদিন,
বিশেষতঃ কলঙ্কিনী বামার হৃদয়
সদা কালকূটময়, বদনে পীযূষ,
তাহাদের মায়াপাশে বন্দী যেই জন
অনন্ত নরক তার নিয়তি বিধান,
তাই লো কামিনি। মধুময়ী পত্রিকার বলে

উত্তর লিপি কাব্য।

কঠিন ক্ষত্রিয়-হৃদে কামের নির্ঝর
হেরিতে বাসনা কর যৌবন গরবে!
আকাশ-কুসুম-সম, তব এ কামনা
পৌরবের কুলধর্ম্ম নহ অবগত
তাই লো চপলে! কলঙ্কিত করিয়াছ
লেখনী তোমার মাতিয়া আশার বশে;
অসার রমণী রূপে কামুকের মন
সদাই চঞ্চল যথা পদ্ম পত্রে জল,
এমতি দুর্ব্বল চিত্ত কামুক মানব
ভেব না আমায় তুমি দেব দৈত্য নর—
রণে মানি পরাজয় ছিল অনুগত
যাঁর, হেন রাজঋষি বংশের নিদান
মম, যাঁর রূপ-মোহে মজিয়া উর্ব্বশী
ত্যজিয়া অমর বাস আসি উর্ব্বী ধামে
দাসী ভাবে পদসেবা করিলা সতত,
দেবেন্দ্র বাসব-সখা পুরুনরনাথ
তাঁর বংশে কামুকের না হয় জনম;
রাজ্যরক্ষা, বংশরক্ষা, তারিতে নরক
দারগ্রাহী ক্ষত্রসুত তনয়ের তরে,
রমণী-সৌন্দর্য্য হৃদে নাহি পায় স্থান;
ফুলধনু ফুলবাণে বিঁধিতে হৃদয়
অশক্ত সতত তিনি ক্ষত্রিয় নিকট।
বিষম বিরহ বিষে দহিছে হৃদয়
বিরহিণি, যাও তব নায়কের পাশ

মিলনে বিরহ জ্বালা যাইবে তোমার,
গোপনে যাহার করে দিয়াছ তুলিয়া
নবীন যৌবন ধন তুমি মায়াবিনি .
বহু তপস্যার ফলে লভে নরগণ
রাজপদ অতুল ধরায়, হে সুন্দরি!
রাজভোগ, রাজাসন বাসনা তোমার
বিনা সাধনায় তাহা কভু কি সম্ভব?
সংসার-নন্দন-বনে রমণী মন্দার
এহেন কুসুম রত্নে পরিতে গলায়
কার না বাসনা ধনি . না হয় জগতে?
কিন্তু দেখ ভাবি মনে তুমি সুভাষিণি!
প্রস্ফুটিত পলাশের সৌন্দর্য্য নেহারি
চাহে কোন জন তাহা ধরিতে হৃদয়ে?
তাই ছলে রূপরাশি দেখাইয়া মোরে
ছলনায় রাজভোগ করিতে বাসনা?
কোথায় আসব তব সুন্দরী-কুসুম?
মধুলোভে শিলীমুখে দানিয়া আসব
আসিয়াছ রূপমোহে মজাইতে মোরে?
ওরূপে মোহিতে মোরে নারিবে সুন্দরি!
সমর, মৃগয়া, দ্যূত ক্ষত্রিয় অধম;
মৃগয়া কাননে পশি বিপিন মাঝারে
শার্দ্দূল, হরিণ ব্যাঘ্র হেরেছি নয়নে
হরিণাক্ষী নিতম্বিনী হেরি নাই কভু;
মালিনী নামেতে পূত প্রবাহিণী তটে

মহর্ষি কণ্বের বাস জানি চিরদিন,
আছে সাধ চিরদিন আমার মানসে
হেরিবারে মহর্ষির সে শান্ত আশ্রম
রাজকর্ম্মে মন সাধ নহিল পূরণ,
হেরি নাই সে মালিনী পূত প্রবাহিনী
হেরি নাই মহর্ষির বিপিন নিবাস
কল্পনা মানস ক্ষেত্রে আছে চিরকাল!
মালিনী নদীর তীরে লতাকুঞ্জ বাসে
হ'য়েছে আমার সনে তোমার মিলন,
গুঞ্জরিয়া অলিরাজ দংশিতে অধর
আসিল যখন, হেরিয়া বিবশা তোমা,
নিবারি তাহায় কর-পদ্ম সঞ্চালনে
করিলাম পরিণয় ঋষির আশ্রমে;
এই কথা স্ববদনী লিখেছ আমায়,
ছি ছি লজ্জাহীনা তুমি কেন লো কামিনি!
কোন্ অলিরাজ ধনি। দংশিল অধর?
উচ্ছিষ্ট ঘৃণিত পুষ্পে দুষ্যন্ত-ভ্রমর
বাহুবলে প্রেমমধু করেনা সেবন
কল্পনায় হেন আশা নাহি দিও স্থান,
মধুমতি। অলি সোহাগিনি দেহ দান
তারে মধু প্রেম অন্য অলিরাজ যেই;
অনসূয়া, প্রিয়ম্বদা সহচরী তব
নিন্দিছে আমায়, কি ক্ষতি তাহায় মম?
নিন্দিত ঘৃণিত কর্ম্মে পৌরবের যশঃ

নহেক মলিন আমি জানি ভাল মতে,
তবে যদি তব সহচরী নিন্দেন অযথা
তব পক্ষ হ'য়ে, অসাধ্য আমার তাহা,
সকল প্রত্যেক রত্ন সকলি সমান
জানিব যেমতি ধনী তুমি গুণবতী।
পিতৃস্বসা গৌতমীর অভিশাপ ভয়ে
সহিছ কতই ক্লেশ আমার কারণ,
না বুঝিনু কি কারণে তাপস কুমারী
শাপিবেন মোরে, নহি অপরাধী পদে ;
মমহেতু গুণবতী তুমি কি কারণে
সহিছ দারুণ ক্লেশ না বুঝি কারণ,
কেবা তুমি, কোথা বাস, কি নাম তোমার,
নাহি জানি কভু আমি ; পত্রিকাবাহক
তাপসের মুখে শুনিলাম পরিচয়,
ক্ষত্রিয় আশ্রমত্যাগী, দুরন্ত হিংসক
কৌশিক ঔরষে অপ্সরা মেনকা গর্ভে
জনম তোমার, কণ্বের আশ্রিতা তুমি ;
মাতৃগুণে অলঙ্কৃতা হ'য়েছ সুন্দরী
নারিবে ভুলাতে এই ক্ষত্রিয় নন্দনে,
যাহ ইন্দ্রসভাস্থলে জননীর পাশে,
নূতন নূতন রসে জুড়াবে জীবন
মাতা, দুহিতার রূপে মোহিবে ত্রিদিব।
চন্দন তরুর সহ বিষমহীরুহ
থাকে যদি, ধ'রে তাহা চন্দনের গুণ।

গেল ভ্রান্তি মম এতদিনে লো চপলে!
মহাঋষি কণ্বদেব তোমার পালক
তথাপি এহেন দশা, ছি ছি ভুলে যাও
অভাগিনি। যৌবনের খেলা, দাও মন
ভক্তিরসে, পূরিবে মানস, করিবেন
জগদীশ মঙ্গল বিধান দয়াময়।

*   *   *   *

গত নিশা শেষে এক হেরিনু স্বপন,—
কল কলে প্রবাহিণী চলিতেছে ধীরে;
তীরদেশে মনোরম শান্তির কানন,
মৃগয়া কারণে শ্রান্ত অবসন্ন দেহে
প্রবেশি তথায় হারাইনু মনঃপ্রাণ;
মৃগাক্ষী নবীনা এক তাপস কুমারী
ঈষৎ হাসিয়া, হরিণ নয়নে চাহি,
হ'রি নিলা প্রাণ মন, কি জানি কেমনে;
বন্দীর বন্দনা গীতে, ভাঙ্গিল স্বপন,
পরে সভাতলে আসি, পাইয়া পত্রিকা
লিখিনু উত্তর তার। স্বপনের প্রায়
অনিন্দ্য-রমণী মুখ ছায়ার মতন
হৃদয়ে উদয় বটে হয় ক্ষণে ক্ষণ;
কিন্তু যদি গোপনে তোমার সনে মম
পরিচয় পরিণয় স্মরণে না আসে,
সসাগরা ধরণীর অধিপতি যেবা
নশ্বর দর্পণে তার মেদিনী বন্ধন

নিজ পরিণীতা জায়া স্মরণে অক্ষম,
কি জানি কি ইন্দ্রজাল বুঝিতে নারিনু,
ক্ষমা কর সুবদনি। দুষ্যন্ত পৌরব
করে নাই কোন কালে তোমারে বিবাহ।

তারার প্রতি সোমদেব।

বরাঙ্গিণি হেরিলাম পত্রিকা তোমার;
কি উত্তর, সুবদনে, প্রদানিব আমি
ভাবিয় না পাই কিছু, নাহি হেন ভাষা
যাহে প্রকাশিব আমি মনের কথা
যতনে আমারে সদা পালিয়াছ তুমি
গুরুপত্নী রূপে দেবি, বিপিন নিবাসে,
হুধিব কি সেই ঋণ হ'বি গুরুদারা?
ঘৃণিত মানব যেবা, পাপী কুলাঙ্গার
ভবতলে সেও নারে করিতে এ কায;
অদিতি-নন্দন আমি দেবসুধানিধি,
হইব কি ততোধিক ঘৃণিত অধম॥
অগতির গতি যিনি গোলোকের পতি
জীবের সৃজন তরে আপন মানসে
সৃজিলা জগতজয়ী কন্দর্প তনয়,
যাহার কুসুম ইষু চলিছে সতত
জীবকুল জিনিবারে ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে,
ঋতুপতি সখা তার বসন্ত দুর্জ্জয়;

নাহি হেন কোন জন ব্রহ্মাণ্ড মাঝারে
মন্মথের শরানলে না হয় কাতর,
তুচ্ছ, দেব নরকুল, দানব রাক্ষস ;
জগদেক নাথ যিনি পরম ঈশ্বর
সহ সংহারের কর্ত্তা পিনাকী ঈশান,
পিতামহ সৃষ্টি কর্ত্তা চতুর্‌ আনন —
সদা পরাজিত তাঁরা রতি পতি শরে ;
ত্যজিয়া সংসার বাস বিবেকী মানব
পশিল কাননে, আরম্ভিল মহাতপ
ভুলিলা বাসনা, ভুলিলা আত্মীয়জন
দুর্জ্জয় সম্বর-অরি নেহারি নয়নে
হানিলা কুসুম শর অলক্ষ্যে আপনি
ত্যজি তপ তাপসেন্দ্র ফিরিলা আবাসে
খেলিলা কামের খেলা ছাড়ি জ্ঞানার্জ্জন ।
সংসার শোভন ওই বালক-প্রসূন
আধ বিকসিত এবে, যৌবন উন্মুখ,
নেহারি বসন্ত সখা হানি ফুলশর
কুসুমে কীটের বাস স্থাপিলা দুর্জ্জয় ।
পাষাণী-বালিকারূপা সরলাবালিকা,
অজ্ঞাত যৌবনে ওই পড়িছে ঢলিয়া
খেলিছে সুহৃদ্‌ সহ, নবীনালতিকা,
বিঁধিল মদন, বাণ অন্তরে তাহার,
চমকিলা সুভাষিণী হইলা বিহ্বলা
ডবিলা অশান্তি হ্রদে হেম সরোজিনী ।

মরাল গমনে নারী চলিছে গরবে,
ঝাঁজিছে চরণে তার রত্ন আভরণ—
শুনি শব্দ, বৃদ্ধ ওই, হেরিল গোপনে
কি কারণ,—জান তুমি হে সুরসুন্দরি!
মদন রাজার বিধি, বিধি-অগোচর,
এ ত্রৈলোক্যে তার জয় গায় সুরনর।
মদন শাসনে জীব এ ব্রহ্ম মণ্ডলে
ভুলে যায় আত্ম পর সম্বন্ধ নির্ণয়,
ধর্ম্মাধর্ম্ম, সত্য মিথ্যা নাহি থাকে জ্ঞান
আসঙ্গ লিপ্সার বশে হয় আত্মহারা।
যদবধি তোমাধনে হেরেছি নয়নে
ভুলিয়াছে প্রাণ মন আপনা আপনি
ক'রেছি কতই চিন্তা নির্জ্জনে কাননে,
ফিরাইতে ছার মন দুরাশার স্রোতে;
সকল বিফল মম, মীন-ধ্বজ তরে;
ক্ষুধার্ত্ত দরিদ্র জন যদি সুবদনি!
পায় প্রতিদিন নেহারিতে রাজভোগ,
পারে কি থাকিতে সেই ত্যজিয়া দুরাশা
রক্ষক-শাণিত অস্ত্রে ভরে দুই দিন—
চিরদিন লোভ রিপু না পারে দমিতে।
হে কল্যাণি। আমি নেহারি বরাঙ্গ তব
ভুবন-মোহিনি, কেমনে কন্দর্পস্মরে
করিব বিজয়, জগত-বিজয়ী যেই;
ঋষি-অভিশাপ রূপ রক্ষক নারাচ

চিরদিন রক্ষিবারে নারিবে অন্তর,
বিনোদিনি। সাধিব প্রাণের সাধ আমি
লভি খবি রাজভোগ তোমায় ললনা
নিরন্তর কামবাণে পীড়িত হৃদয়,
হেরিয়াছি যেইদিন তোমার বদন
শান্তি সুখে জলাঞ্জলি দিয়াছি সুন্দরি!
গুরুর আদেশে ধেনু রাক্ষবার তরে
পশিতাম বনমাঝে সহিত গোধন,
ত্যজিয় গোধন বনে, কাননে একাকী
ও চারুবদন সুখে ভাবিতাম আমি।
হেরিলে হরিণ শিশু, আদরে তাহায়
ধরিয়া যতনে, হেরিতাম অক্ষিদ্বয়
তোমার নয়ন ভাবি চুমিতাম তারে!
কবভ গমন দেখি হেরিয়া বিপিনে
তোমার গমন ভঙ্গী ভাবিতাম সদা,
কুসুম উদ্যানে পশি জুড়াত জীবন
কুসুমে তোমার হাসি হইত বিকাশ;
আনন্দে কুসুম তুলি, গাঁথিয়া মালিকা
দিতাম কুসুম সহ, তোমার করেতে।
হইত আনন্দ কত আমার মনেতে
যেইদিন কর পাতি লইতে কুসুম!
জন্ম দেবকুলে মম তথাপি সুন্দরি!
দেবোচিত গুণরাশি নাহিক আমার
গুরুপত্নী তুমি দেবি আরাধ্যা আমার

কিন্তু মীন ধ্বজ তবে কলঙ্কী চন্দ্রমা ;
যুগে যুগে কল্পে কল্পে বহিবে কলঙ্ক ;
তোষিয়াছি গুরুদেবে দক্ষিণা প্রদানি
গুরুপত্নী তুমি, চাহিতেছ "দেহ ভিক্ষা"
প্রাণময়ি ! ছাড দেহ, দেহ কি কখন
প্রাণমন সম হয় প্রণয় মিলনে ?
বিদাযের দিনে সঁপিযাছি প্রাণমন
তোমার চরণে, এস চন্দ্রলোকে তারা,
তারানাথ নাম মম হউক সফল,
জাননা কি প্রিয়ে ! মাধবের হৃদয়েতে
কৌস্তুভ ভূষণ করে সুশোভিত সদা,
চন্দ্রমার হৃদয়ের তারা, এস তারা
পরিব গলায় তারাহারে, প্রাণেশ্বরি !
হইব কলঙ্কী আমি জনমের মত ;
যে সুধার লাগি দ্বন্দ্ব সদা দেবাসুরে
দিব তা আদরে সুবদনি ! সুবদনে,
যা থাকে কপালে কালে, ঋষি রোষানলে।
প্রিয়তমে ! আনিব তোমায় চন্দ্রলোকে
মিলিব উভয়ে যথা চকোর চকোরী,—
কে যেন অলক্ষ্যে থাকি কহিতেছে মোরে
এ মিলনে মহাবংশ হইবে প্রচার

সূর্পনখার প্রতি লক্ষ্মণ।

পঞ্চবটী-বনচর বিহঙ্গম গণ
গাহিল প্রভাতি গীত মধুর আরবে,
পূরব আকাশে আসি উষা সুরূপসী
ভাস্করের আগমন বিঘোষিলা নবে।
প্রাতঃক্রিয়া সমাধান করিবার তরে
যাইতেছি পুণ্যতোয়া গোদাবরীতটে,
অদূরে কিংশুক মূলে শিলার উপর
হেরিনু পত্রিকা এক উপল রোধিত
প্রভাত সমীর তাহে উলটি পালটি
খেলিছে আপন খেলা শবদের সহ।
বিজন কান্তারে আসি, হায় কোন্ জন
সযতনে এই লিপি বাখিল হেথায় ?—
ভাবিয়া বিস্ময়ে তাহা করিয়া গ্রহণ
জানিলাম কুপ্রভাত আজি লো আমার।
ত্রিলোক-বিজয়ী রক্ষঃ লঙ্কা-অধিপতি
দশানন সহোদরা তুমি শূর্পনখে,
কর বাস এ দণ্ডকে সহোদর সহ,
কাম-খেলা খেলিবার তবে লজ্জাহীনা
লিখেছ আমায় এই ঘৃণিত লিপিকা ;
ছি ছি হা ধিক্ তোমায়। কুলনারী তুমি
কেমনে এমতি মতি ঘটিল তোমার ?
মহাঋষি বিশ্রবা ঔরসে কামিনী !

লভিয়া জনম তুমি, রতি সুখ আশে
কলঙ্ক লেপিতে চাহ মহাঋষি কুলে .
কি বলিবে রক্ষঃ শ্রেষ্ঠ সহোদর তব ?
কি বলিবে ধনপতি অগ্রজ তোমার ?
কি বলিবে জগজ্জন শুনিয়া কাহিনী ?
ত্যজি হেন আশা হে রাক্ষসা কুলবালা .
কুলধর্ম্মে স্থির কবি মান রক্ষা কর
দশানন অগ্রজের অপুর্ব্ব সম্ভ্রম।
অসহ্য বৈধব্য জ্বালা যদি লো তোমার
বর অন্য জনে, রাক্ষস চরিত যথা,
রঘুকুলে জনম আমার, সুর্পনখে !
নাহি ডরি কন্দর্পেরে, নাহি ডরি যমে,
মমরূপে মজিয়াছ কুলটা কামিনি।
মুছে ফেল পাপ আশা হৃদয় ফলকে,
পরনারী মাতৃসম অনুমানি সদা,
সত্য-সন্ধ রামচন্দ্র অগ্রজ আমার
পিতৃ সত্য রক্ষা তরে আসিয়া কানন,
পত্নী তাঁর জনক কুমারী লক্ষীরূপা—
করিলেন বনবাস দয়িত সংহতি
সতীর আদর্শ সীতা জননী আমার,
তাঁহাদের শ্রীচরণ সাধনা আমার
সে সাধনে বাধা দান ক'রনা সুন্দরি।
কাম রূপা তুমি ধনি   নাহি কায তায়
রমণী বিলাস সুখ বাঞ্ছা নাহি করি।

পরন্তপ দশগ্রীব সৌহৃত্ত না চাহি ;
মনঃ প্রাণ, সুখ, দুঃখ, ধরম, করম,
ক’রেছি অর্পণ বামা অগ্রজ-চরণে
কর্ম্মফলে বিরহিণী তুমি বরাঙ্গণে
জীবন যৌবন করি শ্রীরামে অর্পণ,
মাগি লহ প্রেমরঙ্গ বিবিঞ্চি বাঞ্ছিত।
তারিতে ধরণীভার রঘুরাজ কুলে
অবতীর্ণ রামচন্দ্র অগ্রজ আমার ;
সেই প্রভু পাদপদ্ম অগতির গতি,
সংসার অর্ণবে তরি, ঋষির বচন ;
সর্ব্ব জীবে দয়াস্রোত, বহিতেছে তাঁর,
যাবে দূরে অনুতাপ, মদন পীড়ন ;
দয়াময় রামচন্দ্র পতিতপাবন
করিবেন কৃপাদান তোমায় অচিরে।
আপনা ভুলিয়া কর শ্রীরাম ভজন,
পাবে শান্তি, মুক্তি পথ হইবে সুগম .
তাহে অবহেলি যদি ভুলাইতে মোরে
কর যতন হে রাক্ষসি ! তুমি মায়াবিনী,
পাইবে উচিত শাস্তি যেমন বিধান।
লিখিয়া উত্তর লিপি রাখিনু হেথায়
করিবে কর্ত্তব্য যাহা, তব মনোনীত

জাহ্নবীর প্রতি শান্তনু।

ভাগ্যবশে লভে যদি দরিদ্র রতন,
যেমতি হরষে ভাসে অন্তর তাহার,
তেমতি জাহ্নবী আজি তোমার পত্রিকা
সহ প্রাণাধিক প্রিয় দেবব্রত ধনে
লভিয়া অনন্ত সুখে ডুবিলাম আমি।
সুকার্য্যের ফলে নর পায় ইন্দ্রপদ;
ততোধিক ভাগ্যবান্ আমি হে ধরায়।
নহিলে কেমনে ত্রিলোক-তারিণী গঙ্গা
পত্নীরূপে তোষিবেন মোরে মর ধামে ?
ঘটিয়াছে এ ঘটন অদৃষ্টে কাহার ?
বিষ্ণুপাদোদ্ভবা দেবী শঙ্কর-ঘরণী
সূর্য্যবংশ উদ্ধারের তরে অবনীতে
আসিলে কৃপায়, তেঁই ভাগীরথি, তোমা—
হেরিল মানব, উদ্ধারিলে পতিতেরে,
পতিত-পাবনী নাম প্রকাশি ভুবনে
শৈলসুতে জ্ঞানহীন এ অধীন তব
জানিত যদ্যপি তুমি হরশিরোমণি
তা হ'লে কি চাহিত সে তব প্রেমভিক্ষা ?
অধম অজ্ঞানে ক্ষমা করিবে সুন্দরি !
মুক্তিপথ-বিধায়িনি মকরবাহিনি ;
মায়া বলে ভুলাইয়া জ্ঞানালোক মম

অজ্ঞান আঁধারে রাখি, করিলে উদ্ধার
ভাগ্যবান্ সপ্তবসু ঋষিশাপানলে ,
পূর্ব্বসাধনার ফলে হইয়া সন্তোষ,
পত্নীরূপে অভাগার তোষিয়া পরাণ
গে'ছ চলি কাঁদাইয়া চিরদিন তরে ;
সাধনার অনুরূপ, অমূল্য রতন,
প্রেরিয়াছ গুণোত্তম তনয় তোমার,
নিভাইতে অন্তরের বিরহ অনল
দয়াময়ি ! হেন দয়া কার মহীতলে ?
ত্যজিয়া আমার বাস যে অবধি তুমি,
পশিয়াছ জলতলে, মম ভাগ্য দোষে ;
জ্বলিতেছে এ হৃদয় দাবাগ্নি সমান—
অন্তর-যামিনি । তুমি জানত সকলি,
কি কাজ প্রকাশি দেবি তোমার নিকটে !
প্রকাশিলে হৃদয়ের ব্যথা নিদারুণ,
অনেক শীতল হয় দুঃখীর অন্তর,
তাই দেবি পূর্ব্বকথা লিখিনু তোমায় ;
হাসিবে শুনিয়া গঙ্গে . দুর্ব্বলতা মম
প্রদানিয়া রাজকার্য্য সচীবে আমার,
সাজিয়া মৃগয়া সাজে একাকী সুন্দরি !
ভ্রমিতাম নিত্য আসি তোমার পুলিনে ।
ভাবিতাম, কোন দিন আকাশের চাঁদ
পাইব ধরিতে করে , অতীত ঘটনা—
হইবে উদয় ভাবি আশার আকাশে ।

কিন্তু হায় বৃথ আশা বঞ্চিল আমায় ;'
ভাবিয়া তোমার মুখ, কাতর পরাণে
কতই কেঁদেছি আমি, কি কাজ লিখিয়া,
নিঠুর পাষাণী কত, বলেছি তোমায় ;
জানিলাম এতদিনে আমি মূঢ়মতি,
অশ্রুজলে অভিষিক্ত যাহার নয়ন —
হয় প্রতিদিন যার অনুতাপানলে,
পায় সেই ভাগ্যবান্ সাধনার ধন
কাঁদিয়া কাঁদিয়া, গঙ্গে . তব দয়াগুণে
লভিলাম সুতরঙ্গ অতুল জগতে ;
লিখিয়াছ শৈলবালা আমায় সুন্দরি !
ধৌত করি ভক্তি-রসে কামগত মনঃ
আশিষ্ লভিতে তব। হর-প্রিয়া দেবি।
কেমনে এমন সিদ্ধি লভিবে মানব—
দেবের অসাধ্য যাহা অনুমানি আমি ?
বিধাতার সৃষ্টিকর্ত্তা, ধ্বংশক জনক,
সৃজন, পালন, লয়, যাঁহার আজ্ঞায়
তাঁহার চরণ তলে উৎপত্তি যাঁহার,
তাঁহার কর্ত্তব্য মত লিখছ তারিণি।
কিন্তু, ভ্রান্ত মানবের অসাধ্য বিধান ;—
না পারিব কোন দিন ভাবিতে তেমতি।
প্রেমময়ি . প্রাণাধিকে তুমি বরাঙ্গিনি
খেলিবে প্রেমের খেলা আমার অন্তরে ;
পত্নীভাব ত্যজিবারে নারিব সর্ব্বথা,

অন্তরের চিন্তা-স্রোতে অন্তর-যামিনি!
দিও না দারুণ ব্যথা এ অধীন জনে;
তব আজ্ঞা শিরোধার্য্য, হৃদয় ঈশ্বরি!
প্রদানিব রাজ্যাসন অচিরে নন্দনে।

কেকয়ীর প্রতি দশরথ।

নীচকুলোদ্ভবা দাসী মন্থরার মুখে
কি কথা শুনিয়া রাজ্ঞি, লিখেছ আমায়—
দুর্ম্মুখা কামিনী যথা দারুণ পত্রিকা?
রাজর্ষি কেকয়রাজ জনক যাহার
তাহার উচিত প্রিয়ে এমত আচার?
বিস্ময়ে হেরিয়া পত্র লিখিনু উত্তর,
পাইতে উচিত শিক্ষা ভাবি মনে আমি।
বাজিছে মঙ্গল বাদ্য, আজি রাজালয়ে,
রঘু-বধূ হুলাহুলি, দিতেছে সতত
পূর্ণ হেম-কুম্ভ রাখি, মাঙ্গলিক ক্রিয়া
বিধিমতে আচরিছে পুরবাসিগণ,
সাজিছে বারবনারী রত্ন অলঙ্কারে,
পঁহুছিছে জনস্রোতঃ কোশল নগরে,
অগণিত মনোহর স্যন্দন সজ্জিত;
মদস্রাবী বারণের ভীষণ বৃংহণে
চমকিছে এনগর; ছাড়িছে হুঙ্কার—
বাজী রাজি মন্দুরায়। চতুরঙ্গ দল,
কি কারণে সুসজ্জিত হায় অকস্মাৎ,

রঘু পুরোহিত রত কেন স্বস্ত্যয়নে ?
অগণিত ধনদান কেন বা পাওবে ?
প্রথমা মহিষী কেন পূজিছে চণ্ডিকা
জানিতে বাসনা তব ? শুন গো সুন্দরি !
ত্যজিয়া যৌবন ধন কালের সাগরে
এ বয়সে নাহি চাহি, নারী স্বর্ণলতা ;
বাঁধিয় রেখেছ সদা প্রেম ফাঁস দিয়া
না পারি ছিড়িতে তাহা অতি দৃঢ়তর,
তোমার কমল মুখ-সুধা করি পান
ত্যজিয়াছে অন্য ফুল এ বৃদ্ধ ভ্রমর ,
দুর্দ্দান্ত অরাতি শিরঃ করিয়া ছেদন,
রণজয় হেতু নহে বিজয় বাজনা ;
রাজেন্দ্র মুকুটে শোভে মণি দ্যুতিমান্
যেমতি, তেমতি মিহিরকুলে, বাসব—
সদৃশ রাঘব শ্রীরামচন্দ্র নন্দনে
আমার, প্রদানিব সিংহাসন তাই গো—
রঙ্গিণি ! সাজিছে সুন্দরী এই কোশল—
নগরী ; অভিষেক তরে তার,—যেমতি
সাজিয়া বিবাহ সাজে সুন্দরী ললনা
করে বাঞ্ছা মনোমত দয়িত তাহার,
তেমতি রামেরে আজ দিতে বরমালা—
সাজিতেছে রাজলক্ষ্মী অযোধ্যা ভুবনে
মন্থরার মন্ত্রণার হেতু অকারণে
প্রাণাধিকে ক'রনা ছলনা, চিরদিন—

সত্য রত্নে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর জানি,
রাখিয়াছি হৃদি মাঝে আমি চিরকাল ;
সত্যচ্যুত—দশরথ, না জানি কেমনে
বাহিরিল তব মুখে জীবন তোষিণি !
শাসিতে কোশল রাজ্য প্রাচীন বয়সে
অশক্ত সতত কান্তে আমি লো এখন,
সেই হেতু রামচন্দ্রে প্রদানি আসন,
বাণপ্রস্থ মহাধর্ম্ম করিব আশ্রয়,
হইব জগতী-তলে সত, সিন্ধু পার
সৌমিত্রী, ভরত, রাম, ভিন্ন অবয়বে
এক প্রাণ, এক বৃন্তে চারি পুষ্প যথা,
এ মিলনে ভেদাভেদ ক রনা কল্যাণি .
ভরতের যোগ্য নহে এই সিংহাসন,
ধর্ম্মমতে জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ্য অধিকারী,
পিতৃসম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, অনুজ পুজিত ;
প্রাণোপম রামচন্দ্র পাইলে আসন,
হইবে হরষ চিত্ত ভরত আমার।
দুষ্টা ক্রীতদাসী হেতু, দুষ্ট বুদ্ধি ধরি
হিংসা দ্বেষ শিখিয়াছ সরলা কামিনি।
ছি ছি প্রিয়ে। হেন দশা কেন লো তোমার ?
ক্রোধ-রূপী মহাকাল পশিয়া অন্তরে
হরিয়াছে জ্ঞান তব, তাই জ্ঞান হীনা
দুষ্টা নারী পায় লিখিয়াছ কূটলিপি,
হানিয়াছ দুঃখশেল এ বৃদ্ধ হৃদয়ে ;

মম পাটরাণী মাঝে কেকয়-কুমারি।
দানিয়াছি প্রাণমন তোমার করেতে,
তার প্রতিদান বুঝি অনুতাপ নল।
অসুর সমরে যবে অস্ত্রের ব্যথায়
হইয়া কাতর প্রিয়ে তোমার নিকট
আসিলাম আমি, ভুলিয়া আপনা তুমি,
সেবিলে আমায় ভাবি ইষ্টদেব তব;
সে সময় ও হৃদয়ের সারল্যের লীলা—
ছিল জানি প্রাণাধিকে! কহত কেমনে
অজ্ঞান তিমির মেঘ ঢাকিল তোমার
জ্ঞান রবি? পতি-ভক্তি নারীধর্ম্ম কোথা
গেল চলি, অস্তাচলে দিনমনি যথা?
দশরথ হৃদয়ের নিধি! কোথা তুমি
যাইবে কল্যাণি, তব অদর্শনে প্রিয়ে!
বাঁচিবে না এক দিন তব প্রেমাধীন।
সত্যবাদী দশরথ নহে সত্যচ্যুত,
করিয়াছি সত্য আমি তোমার নিকট
দিব তা তোমায়, দুই বর—যথা রুচি
শুভকর্ম্মে বাধা দান ক'রনা প্রেয়সি!
রাম-অভিষেক কল্য হইবে সাধন,
তোমার মানস পূর্ণ করিব অচিরে।
ভুলে যাও মন্থরার পাপ উপদেশ,
শ্রীরাম, ভরত আর সুমিত্রা নন্দন,
তোমার নন্দন চারি নেহার নয়নে—

হবে রাজমাতা, বীরমাতা, সুবদনি!
অশ্রুজল অলক্ষণ, ফেলনা মহিষী,
সপত্নী বিদেশ তবে, হীননারী সমা
হ'ওনা কাতরা, লেপিওনা মহাকুলে
কলঙ্ক কালিমা, বাঁধ হিয়া, রাখ মান,
কর রক্ষা প্রাণপ্রিয়ে এ তব কিঙ্করে!

দুঃশলার প্রতি জয়দ্রথ।

কৃতান্তের লীলাভূমি সমর-অঙ্গনে—
প্রেরিয়া জীবন নাথে কেমনে প্রেয়সি!
পাইবে মানসে শান্তি তুমি গুণবতী;
তাই প্রাণের আবেগে, লিখিয়াছ লিপি,
কালবশে যথোচিত লিখিনু উত্তর
অন্ধপিতৃ সভাতলে সঞ্জয়ের মুখে
শুনিয়াছ কৌরবের রণজয় কথা,
নহে রণজয় তাহা, -জ্বলন্ত অনলে
প্রাণাহুতি দিতে, যথা পতঙ্গ বিকল।
তেমতি কৌরব-ত্রাস বীরেন্দ্র আর্জ্জুনি;
বিনাশিয়া সপ্তরথী অন্যায় সমরে
সৃজিয়াছে কুরুকুল বিনাশের পথ
গহন কাননে যথা ব্যাধদল মিলি—
বিনাশিলে মৃগরাজ কিশোর কুমার,
নেহারি তাহার সেই মৃত্যু বিভীষণ
কেমনে নীরবে রবে হরি মহাবল?

মেঘমন্দ্রে মৃগপতি গরজি ভৈরবে
তীক্ষ্ণদন্তে বিনাশিবে ব্যাধের পরাণ
কে আছে এমন রথী, কুরু-ব্যাধ-দলে
বিমুখিবে মহাবল ফাল্গুনী কেশরী ?
আপনি গোলোকপতি যাদব প্রধান
সুহৃদ্ যাহার, প্রিয়ে ! এ২ মরধামে
কি করিবে কুরুনাথ সমরে তাহার ?
জানি আমি কুরুপতি অতি মহাপাপী,
নহিলে কেমনে বল আনি সভাতলে,
ভ্রাতৃবধূ-পরিধেয় হরিতে ইচ্ছিল ?
দেখাইল উরু তারে রাজ-সভাতলে,
জানি প্রিয়ে সেই দিন হইবে নিধন
পাপরূপ দুর্য্যোধন পাণ্ডবের করে
ধার্ম্মিক পাণ্ডব-শ্রেষ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠির ;
তাঁহার হিংসার দুষ্ট সতত ইচ্ছুক,—
দেখাইতে ধনগর্ব্ব পাণ্ডুর নন্দনে ;
ঘোষযাত্রা উপলক্ষি গন্ধর্ব্ব উদ্যানে,
সহ সূতপুত্র কর্ণ নীচ কুলাঙ্গার,
কি লাঞ্ছনা আছে তাহা সকলের মনে ;
আপনি পাণ্ডবনাথ না দিলে আশ্রয়
কুলাঙ্গনা ধর্ম্মরক্ষা কে করিত তার ?
বনবাস, গৃহদাহ, অজ্ঞাত নিবাসে
উদ্ধারিলা ধর্ম্মদেব পাণ্ডুর নন্দনে ;
উপস্থিত কুরুক্ষেত্রে ধর্ম্মের কৃপায়—

লভিবে বিজয় ধর্ম্ম নাশি কুরুকুলে
কৌরব পাণ্ডব, দেখি স্নেহাস্পদ মম,
উভয় কুটুম্ব যুদ্ধে কুরুপক্ষ হ'য়ে
করিয়াছি মহাভুল, শুন লো প্রেয়সি।
হইয়াছি অগ্রসর ত্যজিয়া সুপথ,
ফলিবে তেমতি ফল কপালে আমার
কি শক্তি আছয়ে তব অগ্রজ নয়নে
না জানি কেমনে তারে ভালবাসি আমি;
হয় মনে ত্যজি তারে যাই ধর্ম্মপাশ,
অথবা দু'কুল ত্যজি সিন্ধু দেশে যাই;
কিন্তু যবে দুর্য্যোধন বদন নেহারি
ভাসি যায় চিন্তাস্রোতঃ স্নেহের হিল্লোলে,—
সাধ্যাতীত দুর্য্যোধনে ত্যজিবার আশা
দ্রোণাচার্য্য চক্রব্যূহ করিয়া সৃজন
নিয়োজিলা ব্যূহদ্বার রক্ষিতে আমায়,
শিববরে পাণ্ডবের অজেয় যে আমি
জান তুমি ধনঞ্জয়ে না পারি জিনিতে,
বিমুখি সমরে মোরে অর্জ্জুন নন্দন
প্রবেশিল ব্যূহমাঝে; হায়! একেশ্বর,
ভীম আদি অন্য যোধে রক্ষিনু দুয়ারে;
কৌরব গৌরব পুত্র অভিমন্যু রথী—
করিলা দারুণ রণ কৌরব সংহতি,
মুদিলা নয়ন হায় অনমের মত,
সপ্তরথী রূপী সপ্ত ব্যাধের সমরে।

ব্যূহদ্বার রক্ষা হেতু জিষ্ণু ধনঞ্জয়
রোষিলা আমার প্রতি, করিল প্রতিজ্ঞা
না যাইতে অস্তাচলে দেব অংশুমালী—
নাশিবে আমায় ; কালি, নতুবা আপনি
প্রবেশি অনলে নিবারিবে পুত্রশোক
স্নেহাস্পদ কুরুপতি রাজা দুর্য্যোধন
নিয়োজিলা রথিবৃন্দে মম রক্ষা হেতু,
যা থাকে কপালে মম, কিবা ভয়, প্রিয়ে !
জনমিলে মৃত্যু আছে বিধির নিয়ম ;
প্রাণভয়ে রণস্থল করি পরিহার—
গোপনে তোমার সহ যাব সিন্ধু দেশে।
কিন্তু দেখ ভাবি মনে তুমি প্রাণাধিকে !
রাজসূয় যজ্ঞ কথা ; ত্রিলোকে অসাধ্য
কিবা আছে ফাল্গুনীর ? না পাইব প্রাণ,
ভীরুতা-কালিমা কেন লেপিব ললাটে ?
নয়ন-আনন্দ-চারু-নন্দনে রক্ষিতে
যাহ তুমি প্রাণ প্রিয়ে, কৌরব নিবাস
পাপের আবাস এবে, দুষ্ট অঙ্গরাজ
সবংশে মজিবে হায় দুর্য্যোধন তরে,
সিন্ধুরাজ কুলে দেবি জল পিণ্ড হেতু
রক্ষাক'র মনিভদ্রে কৌরবের বিষে
জর্জ্জরিত নাহি হয় শিশুর জীবন ;
দুর্য্যোধন স্নেহ-বিষ না পরশে তায়।
কৌরব পাণ্ডব রণ হ'লে অবসান

যুধিষ্ঠির পদতল রাখিও নন্দনে,
দৈবের নির্ব্বন্ধ আর সমকর্ম্মফলে
ঘটিবে যে ফল তাহা হেবিবে অচিরে।

ভানুমতীর প্রতি দুর্য্যোধন।

প্রাণধিকে ভানুমতি। পাইনু পত্রিকা।
হেরিয়াছ যে স্বপন, স্বপন সে নয়;
কুরযুদ্ধ পরিণাম স্বপন আকারে
দেখাইলা জগদীশ তোমায় নিশীথে।
ভগবান্ দুর্ব্বাসার উপদেশে দেবি!
জানিয়াছি কুরুক্ষেত্র-রণ অভিনয়,
নাশিতে ধরণী ভার, বসুদেব-সুত
অবতীর্ণ নরদেহে আপনি শ্রীনাথ।
ধর্ম্মশীল পাণ্ডুপুত্রে স্নেহ স্রোতঃ তাঁর,
বহিতেছে নিরন্তর, হেবিতেছি সদা।
বুঝিতেছি চিরদিন পাণ্ডব হিংসনে
রবিসুত-কারাগার অভাগার তরে
হইতেছে উদঘাটিত পাপের ছলনে,
ইচ্ছা হয় মনে,—যুধিষ্ঠিরে দানি রাজ্য
শতাধিক পঞ্চভ্রাত মিলিয়া আবার,
এ বিপুল বসুন্ধরা করি হে শাসন
কিন্তু প্রিয়ে. না জানি কেমনে হিংসা-স্রোতে—
ভাসি যায় কল্পনা আমার, অনিবার;

কালান্তক বায়ুপুত্র সাক্ষাৎ শমন
ভীমসেনে নেহারিলে আতঙ্কে শিহরি ;
কপিধ্বজে ধনঞ্জয়ে সারথি সহিত
হেরিলে হৃদয়ে হয় ভয়ের সঞ্চার ;
স্বকৃত-করম ভাবি অন্তরে যখন,
আত্মগ্লানি-বৈশ্বানর বাড়বাগ্নি প্রায়
দগ্ধ করে দিবানিশি হৃদয় সাগর
দিনু বিষ ভীমসেনে কিশোর বয়সে ;
মাতৃসহ তাহাদের বধের কারণ—
করিলাম জতুগৃহ ; কপট পাশায়—
হরিয়া সর্ব্বস্ব, করিলাম নির্ব্বাসন,
অজ্ঞাত নিবাস সুকঠিন মহাপণ
ধর্ম্মপ্রাণ পঞ্চভ্রাতা হেলায় তরিল।
শৈশব হইতে আমি পাণ্ডব হিংসনে
করিয়াছি প্রাণপণ, ফলিছে তাহার—
বিপরীত ; ধর্ম্মপ্রাণ পাণ্ডব তনয়,
নাহি হবে পরাজয় অধর্ম্ম সমরে।
যেই দিন সভাগারে আনি ভ্রাতৃবধূ
রজস্বলা দ্রুপদ কুমারী কৃষ্ণা সতী,
ইচ্ছিলাম হরিতে বসন, দেখাইনু
উরুদেশ তারে, সেই দিন, প্রিয়তমে।
রাজলক্ষ্মী অন্তর্হিতা হ'য়েছে আমার,
আপন নিকট মৃত্যু জানিয়াছি মনে ;
ধর্ম্মরূপে যুধিষ্ঠির পাণ্ডুর নন্দন

অবতীর্ণ মর ধামে; হায়! কাল বশে
হিংসিতে তাঁহায় কেন মম ইচ্ছা হয়।
ভীমার্জ্জুন সহদেব নকুল যেমতি
লভিতেছে চিরদিন ধর্ম্ম-আশীর্ব্বাদ,
জানি আমি চিরদিন, ততোধিক স্নেহে
দেখেন আমায় রাজা, তথাপি কেমনে
শত্রু ভাবি তাঁরে, না জানি কারণ তার;
ক্ষমা যোগ্য কভু আমি নাহিক তাঁহার
তথাপি করিয়া ক্ষমা, পঞ্চ গ্রাম মাগি
ভীষণ-সমর-স্পৃহা ত্যজিলা ধীমান্।
কিন্তু মম ভাগ্যচক্র নিয়তির করে
ঘুরিল, মজিনু হায়! ভ্রাতৃ মিত্র সহ।
রাজসূয় যজ্ঞ হেতু পরাজিল যেই
সসাগরা বসুন্ধরা আপন প্রতাপে;
পাঞ্চালীর স্বয়ম্বরে, পাঞ্চাল নগরে
লক্ষরাজে পরাজিল, যেই অবহেলে,
উত্তর গোগ্রহরণে, যাহার বিক্রমে
অবসন্ন কুরুসৈন্য সহ, ভীষ্ম, দ্রোণ,
বাসবে জিনিল যেই, খাণ্ডব দাহনে,
পরাজয়ি ধনপতি, নাম ধনঞ্জয়;
তাহার সহিত রণে হায় কোন জন
লভিবে বিজয়, প্রিয়ে একাল সমরে?
আশা মায়াবিনী কহিতেছে সদা কর্ণে
মাননাশ কুরুরাজ ক'রনা তোমার।

ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ সহায় যাহার
কিছার পাণ্ডব তার ? করহ সমর
হইবে বিজয় রাজা, নাশিবে অরাতি।
এই আশা হৃদে ধরি, জীবন তোষিণি .
করিতেছি রণক্রীড়া পাণ্ডবের সহ,
আত্মীয়, সুহৃদ্ সুত, প্রাণাধিকধনে
নিরন্তর সঁপিতেছি শমনের কোলে ;
তথাপি আশার নেশা কভু না ত্যজিব
যতদিন রক্তস্রোতঃ না হ'বে অচল
শরশয্যাশায়ী এবে বৃদ্ধ পিতামহ,
প্রাণাধিক অভিমন্যু গতজীব এবে,
প্রাণোপম লক্ষ্মণেরে হারায়েছি দেবি .
পরিণামে কিবা হয়, হেরিবে অচিরে ,
সূতপুত্র বলি কর্ণে নিন্দিয়াছ তুমি—
সূতপুত্র নহে কর্ণ প্রাণাধিক সখা ;
সসাগরা মেদিনীর অধিপতি যেই
সূতপুত্র সনে তার মিত্রতা সম্ভবে ?
কর্ণ সূতপুত্র নহে, কর্ণ পরিচয়—
জ্ঞাত আমি, প্রিয়ে পাণ্ডবের পূজনীয়
কর্ণ মহাযশাঃ অঙ্গদেশ-অধিপতি
কুরুযুদ্ধ সমাধান হইবে অচিরে
পাবে সত্য পরিচয় তোমরা সকলে ;
বাসুদেব কুরুক্ষেত্রে নাশিয়া ক্ষত্রিয়
করিবেন ধরণীর উদ্ধার সাধন ;

অতএব বিধিলিপি কে খণ্ডাবে দেবি!
রাখি দর্প রণভূমে করিব শয়ন,
যাব চলি বৈজয়ন্তে মিত্র পুত্র সহ—
ক্ষত্রিয়ের ভাগ্যে যাহা বিধি-নিয়োজিত,
করিওনা অনুতাপ তাহার কারণ

জনার প্রতি নীলধ্বজ।

প্রিয়তমে, রাজ্যেশ্বরি, শোকাকুলা জনা!
ভুবন বিজয়ী পুত্র প্রবীর বিয়োগে
শোকসিন্ধু জলে, যে জ্ঞান-তরঙ্গিণী—
মিশিয়াছে, তাই প্রিয়ে। জ্ঞানহীন প্রায়
লিখিয়াছ তবাধীনে ভীষণ পত্রিকা।
ক্ষত্রকুল বালা তুমি ক্ষত্রিয় রমণী,
পরন্তপ শূরসিংহ প্রবীর কুমারে
ধরিয়া উদরে, প্রিয়ে বীর-প্রসবিনি!
বৈশ্বানর পুত্রসম জামতা তোমার;
এজগতে ভাগ্যবতী তোমার সমান
কেহ নাই নারীকুলে জানি আমি চিতে।
জাহ্নবী সেবিকা তুমি, গঙ্গাভক্তি হৃদে
বহিতেছে চিরদিন জাহ্নবীর প্রায়,
যাঁহার চরণ তলে জাহ্নবী উদয়,
জগত-আরাধ্যদেব সেই নিরঞ্জন
সখা বলি রক্ষিছেন যাঁহারে সতত;

সেই নবনাথ সখা জিষ্ণু ধনঞ্জয়ে
হীনবাক্যে কলঙ্কিত ক'রেছ মহিষি।
দুস্তর সংসার জলে ভকতি-তরণী
আশ্রয় করিয়া তুমি মুকুতির কূলে
আসিতে করহ বাঞ্ছা গঙ্গাভক্তি ধরি।
আসিয়াছে সেই দিন কর্মের জলে
নিন্দাবাদে পূর্ণতরী জ্ঞানহীন-সমা
সংসার সাগরে, দেবি ক'রনা মগন
পাণ্ডবের প্রাণ কৃষ্ণ যদুকুলনাথ
পাণ্ডবের নিন্দাবাদে অপ্রসন্ন সদা
পূর্ব্বাপর যেই বিধি, বেদবিধি-গত
সে বিধানে ক্ষত্র ক্ষেত্রে, দেবতা প্রসাদে
ধরিলেন পাণ্ডবেরে, ভোজরাজ সুতা,
নিন্দিতা নহেন কুন্তী কৃষ্ণ পিতৃস্বসা
মাতৃ আজ্ঞা অনুসারে, ঋষি দ্বৈপায়ন
কৌরবের বংশ রক্ষা করিলা আপনি।
কামনা বিরাগী তিনি হরিপরায়ণ,—
কু-কুল স্থাপক ব্যাসে বলিয়াছ তুমি
ভবতলে কুৎ কুং পবিত্র আশ্রয়—
নহিলে কেমনে হরি, সদা বাঁধা রয়;
অযোনী সম্ভবা কন্যা, পাঞ্চাল কুমারী
লক্ষ্মীরূপা, শিববরে পঞ্চপতি তাঁর
কেবা কার জন্মদাতা, কে কাহার মাতা
সকলি স্বপন সম, শুন গুণবতী,—

ক্ষীরোদে অনন্ত হ্রদে মুরারি যখন,
জনমিল নাভিপদ্মে দেব প্রজাপতি,
সেই ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা, আপন মানসে
সৃজিলা সনক আদি, মানস তনয়;
ব্রহ্মার মানস পুত্রে, মনুর উদ্ভব,
মানবের পিতৃদেব, সেই মহাঋষি
অতএব দেখ ভাবি, তুমি গুণবতি .
একমাত্র বিশ্বকর্ত্তা হরি দয়াময়
সকলের আদি পিতা তাঁহার আজ্ঞায়
যখন যেমতি ভাবে জীবের জনম
নহে পাপাচার তাহা বিধাতৃ কৌশল;
এ জগতে জীবস্রোতঃ প্রবাহের তরে
নর, নারী, সৃষ্টিকর্ত্ত সৃজিলা আপনি;
কালবশে মনুবংশ হইলে বর্দ্ধন
সৃজিলা মানবগণ আপনা আপনি—
জাতিভেদ, বিবাহ নিয়ম, শাস্ত্র আদি,
প্রথম সৃষ্টির কার্য্য জটিলতাময়;
সে সময় আত্মপর সম্বন্ধ বিচার,
জাতিভেদ, নাহি ছিল, মানব নিয়মে,
অতএব পাণ্ডবের জন্ম লক্ষ্য করি—
কুবচন কোন দিন ব'লনা কল্যাণি
ক্ষত্রকুলবালা তুমি, আমি ক্ষত্রসুত,
কিন্তু দেখ স্মরি—অতীতের ঘটনা নিচয়,
ভৃগুরাম নিঃক্ষত্রিয় করিল যখন

কোথায় ক্ষত্রিয় জাতি এ ভারত ভূমে?
দশ মাস দশ দিন ধরিয়া জঠরে
সহেছ দারুণ ক্লেশ তনয় কারণ
সেই সুত যেই জন ক'রেছে হরণ
তার তরে জ্ঞানহীনা তুমি অভাগিনি।
যখন জননী গর্ভে লভিলে জনম
বল, জনা। কেবা সঙ্গে আছিল তোমার?
যাইবে ত্যজিয়া যবে এভব সংসার
কেহ তব সঙ্গে প্রিয়ে যাবেনা তখন;
যাহার আশ্রয়ে তুমি এসেছ জগতে
তাঁহার আশ্রয়ে পুনঃ যাইবে সুন্দরি।
কে কার আত্মীয়জন প্রাণাধিক প্রিয়।
কর্ম্মফল ভোগে জীব আপন আপন;
এসংসার মায়াময়, মায়ার ছলনে
যায় ভুলে জীবকুল আপন করম
ত্যজিপথ বনমাঝে পথিক যেমন
ঘুরিয়া আপন হারা পায় যথা ক্লেশ,
তেমতি কর্ত্তব্য ভুলি সংসার কাননে,
আসে যায় নিত্য জীব মায়ার কৌশলে
হরি প্রেমে যেই জীব থাকে নিশি দিন
করেন করুণা তারে করুণা নিদান,
না যায় ভুলিয়া তত্ত্ব সেই সুধীজন
পায় অন্তে অন্তরের মহার্হ রতন;
কর্ম্মবশে জীব ধরে দেহ মায়াময়,

আশীবিষ ত্যজে যথা আপন নির্ম্মোক ;
কালে সেই জড়দেহ ত্যজিয়া আপনি
যায় চলি আত্মদেশে যথা আত্মারাম।
অনশ্বর সেই আত্মা, অব্যয় অক্ষয়
দেহনাশে তার নাশ কভু নাহি হয়
ধনঞ্জয় সাধ্য নহে কৌরব সংহার
ধনঞ্জয় সাধ্য নহে ক্ষত্রিয় বিনাশ
ভবিবারে ধরাভার, পরমাত্মরূপী
চিদানন্দ, যদুনাথ, অর্জ্জুন সুহৃদ্—
সহ, কুরুক্ষেত্র ভূমে সমর কৌশলে
বিনাশিলা নবকুল নিয়তির হেতু
করিল গাণ্ডীব ধন্বা গাণ্ডীব ধারণ।
সম্মুখ সমরে করি জীবন অর্পণ
গেছে চলি স্বর্গ-রাজ্যে প্রবীর তোমার
তার তরে শোক তুমি কর অকারণ ;
জগতে অজেয় সেই বীর ধনঞ্জয়
শ্রীকৃষ্ণ সুহৃদ্ তাঁর, তবে কেন, হায় !
হারাইলা সুত রত্ন কুরুক্ষেত্র রণে—
কি করিলা নারায়ণ মাতুল তাহার ?
অতএব শোক দূর করিয়া মহিষি।
আইস সত্বরে হেথা আমার সমীপে
পাইবে পাগল প্রাণে শান্তি সুধারস ;
ওই দেখ সিংহাসনে নর-নারায়ণ,
ভুলে যাও, পূর্ব্বস্মৃতি, নয়ন মুদিয়া

কর ধ্যান ওইরূপ, পাবে মুক্তি, তুমি—
দূরে যাবে শোক তাপ মায়ার কৌশল।

দ্রৌপদীর প্রতি অর্জ্জুন।

স্বকার্য্য সাধন তরে যদি, কোন জন,
ত্যজিয়া আত্মীয় তার, দূর দেশান্তরে
করে বাস, প্রাণে তার কি দারুণ ব্যথা
সেই জানে, কি কাজ প্রকাশি তাহা ; কৃষ্ণা।
ত্রিদিবে দেবেন্দ্রপুরে, দেবদল সহ
করিতেছি স্বর্গভোগ মানব শরীরে,
সেই হেতু ভাগ্যবান্, আমার সমান
কেহ নাই নরকুলে কহে দেবগণ,
অন্তর্য্যামী দেবগণ কেন যে সকলে
কহেন এমন কথা না বুঝি কারণ,
ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, সহ ভীমসেন
প্রাণাধিক সহদেব, নকুল সুধীর
আর প্রাণাধিকা তুমি, পাঞ্চাল কুমারী
সহিত, একত্রে যদি বিপিনে নিবাসি,
একাকী স্বরগ সুখ তুচ্ছ ভাবি মনে ;
স্বর্গভোগ নহে মম,—রাজদণ্ড তরে
নির্ব্বাসিত হতভাগ্য যেমতি ধরায়
করে বাস দেশান্তরে, তেমতি প্রেয়সি !
বৈজয়ন্ত-ধামে আমি করিতেছি বাস।

দৈববশে, প্রণয়িনী প্রণয় পত্রিকা
পায় যদি নির্ব্বাসিত অভাগা যুবক,
যেমতি অন্তরে তার হর্ষ উপজয়,
তেমতি তোমার লিপি পাইয়া পাঞ্চালি,
আনন্দ সলিলে মগ্ন আমার পরাণ।
ত্রিদিব ধামের কথা শুনিতে বাসনা
তব, তাই লিখিলাম কিঞ্চিৎ আভাস ;—
হেরিয়াছ পূর্ণচন্দ্র ধরায়, প্রেয়সি
ততোধিক শান্ত-রশ্মি অথচ উজ্জ্বল
স্বরগে কশ্যপ সুত দেব দিনকর ;
মধুমাসে মধুময় মলয় সমীর
বহিয়া যেমতি শান্তি দেয় ভবতলে
ততোধিক সুমন্দ মারুত, বহে নিরন্তর।
না রহে আকাশে মেঘ, নাহি অন্ধকার—
চির সমুজ্জ্বল দেবি স্বরগ আকাশ ;
জীমূত ভৈরব রব, চপলার খেলা,
ভীষণ বাজ্রর ধ্বনি, নাহিক এ দেশে ;
অম্লান-কুসুম-কুল সৌরভ বিতরি—
চিরদিন মনঃপ্রাণ করয়ে মোহিত ;
জরা, ব্যাধি, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শমন পীড়ন,
শোক, তাপ, হিংসা দ্বেষ, নাহিক হেথায়,
হরি প্রেমে নিরন্তর দিব্য-লোকবাসী—
মাতিয়া সকলে করে দেব-সংকীর্ত্তন ;
সুধাসহ দেব অন্ন, ত্রিদিব ভবনে

প্রেমানন্দে করে ভোগ, দেব দেবীগণ,
জাতিভেদ, অভিমান, দর্প, লোভ, ক্রোধ
নাহি কোন কালে, দেবি . এই সুখ স্থানে,
দেব নারী পীন-স্তনী, সুস্থির যৌবনা
কল-কণ্ঠী, কণ্ঠ স্বরে মাতায় শ্রবণ।
অসুরারি বজ্রপাণি জনক আমার
অগ্রজ জয়ন্ত সহ সিংহাসনোপরে
স্থাপিবা আমায়, পিতৃ স্নেহ রস দানে
তোষিছেন নিরন্তর বাৎসল্যের ভাবে;
উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা, চারু চিত্রলেখা
মিশ্রকেশী, সুহাসিনী স্বর্গ বিদ্যাধরী
প্রতিদিন কলকণ্ঠে মোহিয় শ্রবণ
গোপনে অধর মধু লভিবার তরে
চাহে প্রেম-ভিক্ষা সদা আমার নিকটে;
কিন্তু প্রিয়ে . মানব আরাধ্য দেবকুলে
দেবনারী মাতৃসমা অনুমানি আমি,
আসিয়াছি রণশাস্ত্র শিখিবার তরে
কাম শাস্ত্র শিখিবার না করি প্রয়াস,
যে গুণে রেখেছ বাঁধি পঞ্চ পাণ্ডবেরে
হে সুন্দরি। সেই মত প্রেমিকা রমণী—
নাহি দেখি ভবে কিম্বা বৈজয়ন্ত পুরে,
মাতৃআজ্ঞা অনুসারে পঞ্চ পতি তব
প্রাণাধিকে কি কারণে তাহাতে বিরস
পঞ্চ ভ্রাতা পাণ্ডবের হয় এক প্রাণ,

এক প্রাণে পঞ্চ প্রাণ ভাব কি কারণ ?
ধনঞ্জয় সর্ব্ব দুঃখ, সহিতে সক্ষম,
ভ্রাতৃভেদ করিবারে নারিবে কখন ;
ধর্ম্মরাজ অগ্রজের সেবিবা চরণ,
অতুল প্রণয় রসে, মাতাইবা ভীমে,
দানিবে আনন্দ দুই অনুজ ভ্রাতায়,
হয় যদি অবসর ক্ষণেকের তরে,
স্মরিও নিভৃতে আছে আর একজন
অনুগত নির্ব্বাসিত তৃতীয় পাণ্ডব ;
পিতৃবৈরী কালকেয় আদি দৈত্যগণে
সংহারিয়া রণাঙ্গনে, যাইব মরতে,
সখা কৃষ্ণচন্দ্র মুখ নেহারি অন্তরে
অর্জ্জুন-বিরহ জ্বালা নাশিবে তখন !

রুক্মিণীর প্রতি দ্বারকানাথ।

তারিতে ধরণী ভার, মানব আকারে
লভি জন্ম যদুকুলে এসেছি মরতে,
মানবী মায়ায় দেবি ! ভুলিয়া আপনা—
ভুলিয়াছি তোমাধনে গোলোক-ঈশ্বরি !
দৈবাধীন শৈশবের সঙ্গিনী প্রেরিত
পত্রিকা পাইলে যথা জাগে দূর স্মৃতি—

তেমতি কমলে! আজ তোমার পত্রিকা
লভিয়া গোলোকভাব উথলিল মনে,
যুগে যুগে ধরাধামে লীলার কারণ—
আসিয়াছি নররূপে তোমার সহিত,
এবে, দ্বাপরের খেলা খেলিয়া অচিরে
যাইব গোলকবাসে রমা। প্রিয়তমে!
শুভযোগে শুভ যাত্রা করিয়া সত্বরে
যাইব ভীষ্মক-পুরে, আনিব তোমায়,
প্রকৃতি পুরুষ এক, পূর্ণ অংশ মম
হইবে তা হ'লে, প্রিয়ে, মিলনে তোমার;
যজ্ঞ হবিঃ লভিবার আশায় যেমত
অজ্ঞান চণ্ডাল ধায় দুরাশার তরে,
তেমতি, নির্ব্বোধ চেদীপতি শিশুপাল
লভিতে তোমায় করে ইচ্ছা;—কার সাধ্য
এ ত্রৈলোক্যে কাড়িলয় মম হৃদিধন?
হারাইবে শিশুপাল আপন প্রতাপ—
ভগ্নমনে যাবে চলি চণ্ডালের প্রায়;
তব সহোদর রুক্মী অজ্ঞানতাবশে
শিশুপালে দিতে চাহে, তোমায় ললনে।
সমুচিত প্রতিফল দানিব তাহায়
ভাবিয়া অন্তরে দেখ তুমি সুভাষিণি
জয় ও বিজয় মম গোলোকের দ্বারী—
ঋষি শাপে অভিশপ্ত হইয়া যখন
কাঁদিয়া ধরিলা দোঁহে ঋষির চরণ,

আশ্বাসিয়া ঋষিরাজ কহিল দোঁহায়,
নারায়ণ শ্রীচরণ হেরিবে তোমরা
মিত্র ভাবে সপ্ত জন্ম করিলে যাপন;
ভাবিলে অরাতি তাঁয়, তিন জন্ম পরে
পাইবে অভয়পদ, যোগীন্দ্র বাঞ্ছিত;
সত্যযুগে হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু,
ত্রেতায় রাবণ আর কুম্ভকর্ণ রথী,
দ্বাপরেতে শিশুপাল, কংশভোজরাজ
জয় ও বিজয় মম বৈকুণ্ঠ প্রহরী,
দুই জন্মে লভিমুক্তি, তৃতীয় জনমে
শত্রুভাবে চায় মুক্তি, জয় ■ বিজয়;
জয় রূপী কংশাসুর গিয়াছে গোলোকে;
এবে রিপু, প্রিয়ভক্ত চেদীর ঈশ্বর
যাইবে অচিরে, তথা, ত্যজি কলেবর।

উর্ব্বশীর প্রতি পুরুরবা

স্বর্গ বিদ্যাধরী তুমি উর্ব্বসী সুন্দরি
কি হেতু ছলনাময়ী পত্রিকা প্রদানি—
ভুলাইতে চাহ মন, কি বাসনা তব?
নাহি শুনি আমি কভু এমন ভারতী—
দেববালা রূপ মোহে ভজিয়াছে নরে।

মৃগয়া কারণে আমি হিমাদ্রি প্রদেশে
প্রবেশি, হেরিনু এক ভীষণ রাক্ষস
হরিয়া রমণী রত্ন তস্করের প্রায়—
ধাইতেছে দ্রুতগতি ; আনায় মাঝারে—
পড়ি বিহঙ্গিনী যথা করে ছটফট,
হেরিলাম সে সুন্দরী, কহিলা কাতরে
"রক্ষা কর অবলায় পুরুনরনাথ"
দুরাচার কেশীদত্ত হরিছে আমায় ;
রমণীর কাতরোক্তি শ্রবণি সত্বরে
বিশিখ সন্ধানি দৈত্যে করিয়া কাতর
উদ্ধারিনু অবলায়, হেরিনু নয়নে
মূর্ত্তিমতী স্থিরা সৌদামিনী ভবতলে ;
রূপ-জ্যোতিঃ ধাঁধিল নয়ন, জ্ঞানহীন,
অবসন্ন হৃদে চাহিলাম সবিস্ময়ে,
উর্দ্ধদেশে দেববালা যাইতেছে ধীরে,
হইল আকাশবাণী, শুনিনু চমকি,
"সাধিলে দেবতা কার্য্য ক্ষত্রবংশ পতি
পাইবে সাধনা ফল তুমি অচিরাৎ ;"
প্রাণশূন্য দেহ যথা, থাকে অচেতন
তেমতি কর্ত্তব্য জ্ঞান ত্যজিয়া, সুন্দরি।
ভবধামে রহিয়াছি অজ্ঞান সমান ;
কেশীদৈত্য করে, আমি করিনু উদ্ধার
দেববালা, আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম করি
সম্পাদন, পুরস্কার না করি কামনা

হেন ভাগ্যবান্ কেবা এই মরধামে
অনায়াসে লাভ করে দেবনারী-প্রেম,
কি আছে সাধনা মম, অতীত করম?
তবে যদি তুমি, রসবতী সুরবালা
দানি প্রেমরত্ন তব আপন ইচ্ছায়
ক্রয় কর নরপতি সেবক তোমার,—
হয়, হস্তী, রথ, রথী, রতন ভাণ্ডার
রাজ্যধন সহ মম কায় মনঃ প্রাণ
অরপি তোমায় দেবি পূজিব সতত
নন্দনের পারিজাত নাহিক হেথায়
অপূর্ব্ব দেবতাপেয় সুধা সোমরস
না পারিব প্রদানিতে তোমাকে অবলে!
আছে মাত্র হৃদি মাঝে প্রণয় কুসুম
দিবতা আদরে, সহ বদন অমৃত
যেমতি রাখয়ে নরে পরশ রতন
হৃদয় মাঝারে তার, তেমতি তোমায়
করদ্বয়ে বরবপু রাখিব ছাঁদিয়া—
রাখিব প্রহরী সদা নয়ন যুগল।
লক্ষ্মী-স্বয়ম্বর নাম নাটকাভিনয়ে
নারিলা লুকাতে তুমি হৃদয়ের কথা,
ঋষি শাপে অবতীর্ণ হইবে ধরায়;
শাপ নহে, মম ভাগ্যফলে, দেবঋষি
দিলা বর এ অধমে তোমারে উল্লেখি;
ভগীরথ সাধনায় পতিত পাবনী

উত্তর-লিপি কাব্য ।

আসিলা মরতে যবে, শঙ্কর আপনি
ধরিলা মস্তকে সেই পূত বারি ধারা
ধরিব তেমতি তোমা, হৃদয় পাতিয়া
আইস সত্বরে তুমি উর্ব্বশী সুন্দরি
রহিয়াছে শূন্য প্রিয়ে . হৃদয় আমার